

উপশাখা পরিচালনায় দায়িত্বশীলের করণীয়

● উপশাখা কাকে বলে?

কেন্দ্রীয় সংগঠনের আওতায় শাখা সংগঠনকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয়েছে তাকে উপশাখা বলে।

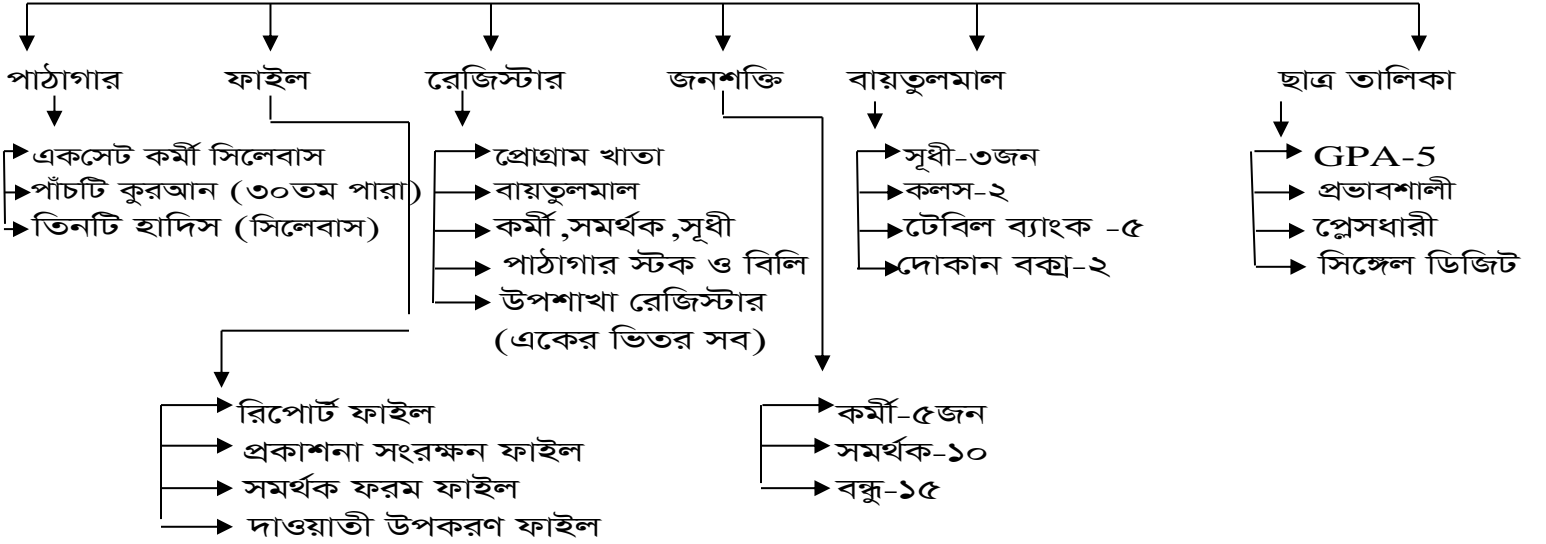
● দায়িত্বশীলঃ-

যিনি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, নির্দিষ্ট কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির আলোকে ময়দানের চাহিদা অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন এবং সুনির্দিষ্টভাবে কর্মী পরিচালনা করেন তাকে দায়িত্বশীল বলে।

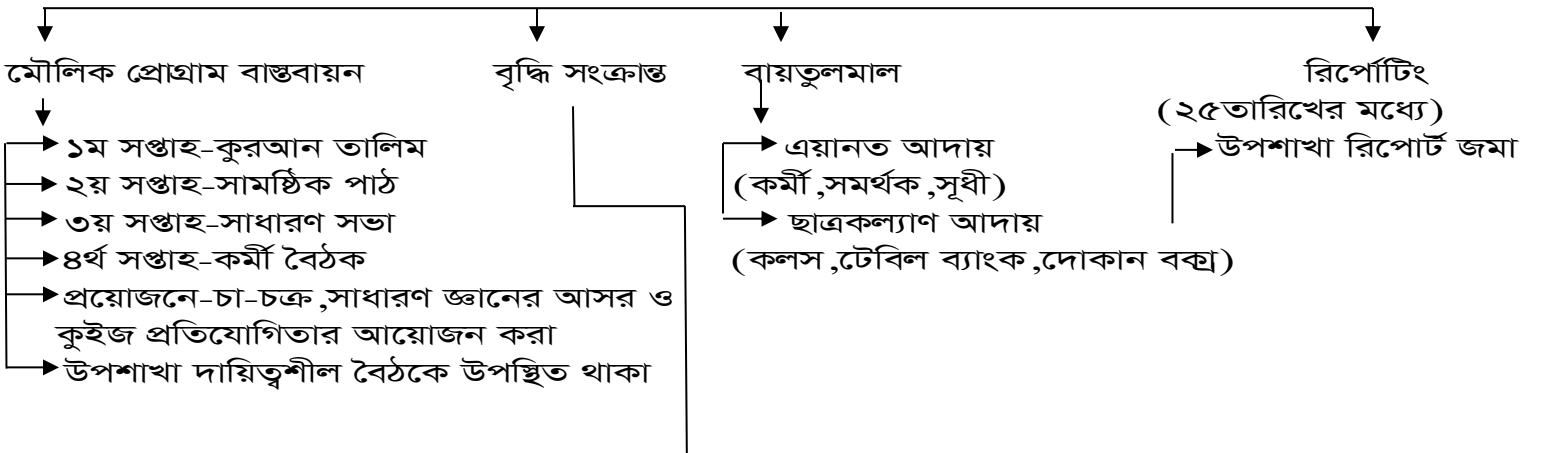
উপশাখার গুরুত্বঃ-

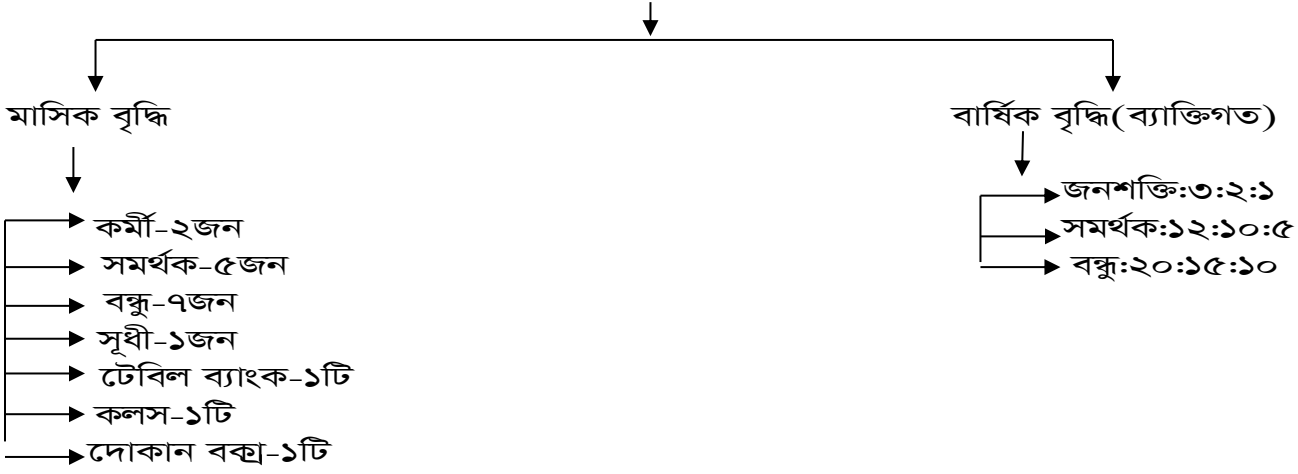
- সংগঠনের প্রাথমিক ইউনিট
- নেতৃত্ব তৈরীর প্রাথমিক স্তর
- সংগঠনের প্রতিনিধিত্বশীল ইউনিট
- দাওয়াতী কাজের আসল ক্ষেত্র
- Practical Field-বাস্তব ময়দান
- Recruiting Center-প্রবেশ পথ
- Supply Center-
- production Center-উৎপাদন ক্ষেত্র
- one kind of industry-এক ধরনের কারখানা

উপশাখা গঠনের পূর্বশর্তঃ-



উপশাখা দায়িত্বশীলের কাজঃ-





চা-চক্র

- তেলোয়াতে কুরআন
- পারস্পরিক পরিচয়
- কবিতা আবৃত্তি, হামদ, নাত, শিক্ষণীয় কোন ঘটনার উল্লেখ ইত্যাদি
- প্রশ্নোত্তর
- সভাপতির বক্তব্য
- আপ্যায়ন
- সমাপ্তি ঘোষণা

সাধারণ সভা

- ব্যাখ্যা সহ কুরআনের তেলোয়াত
 - নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বক্তৃতা
 - সংগঠনের পরিচয় পেশ
 - সভাপতির বক্তব্য
 - পরিচিতি বিতরণ
- এ সভায় বেশীসংখ্যক নতুন ছাত্র উপস্থিত করার চেষ্টা করা প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব।

কর্মী বৈঠক

- অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত
- ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ, মন্তব্য ও পরামর্শ
- পরিকল্পনা গ্রহণ
- কর্ম বণ্টন
- সভাপতির বক্তব্য ও মুনাজাত

মাসে প্রতিটি উপশাখায় একটি কর্মী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। কর্মীদের ব্যক্তিগত মান উন্নয়ন এবং সংগঠনের উন্নতি ও গতিশীলতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে কর্মী বৈঠক করতে হয়

কুরআন তালিম

- উদ্বোধন
- সহিহ তেলাওয়াত প্রশিক্ষণ
- সমাপনি

জনশক্তিকে সহিহ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দেয়ার জন্য কুরআন তালিম পরিচালনা করা প্রয়োজন। তাজভীদ শিক্ষা দেয়া, কোন সূরা মসক করা, তেলাওয়াত শিক্ষা ইত্যাদি

সামষ্টিক পাঠ

- অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত
- নির্দিষ্ট বিষয় বা বইয়ের উপর আলোচনা
- বিবিধ বিষয়

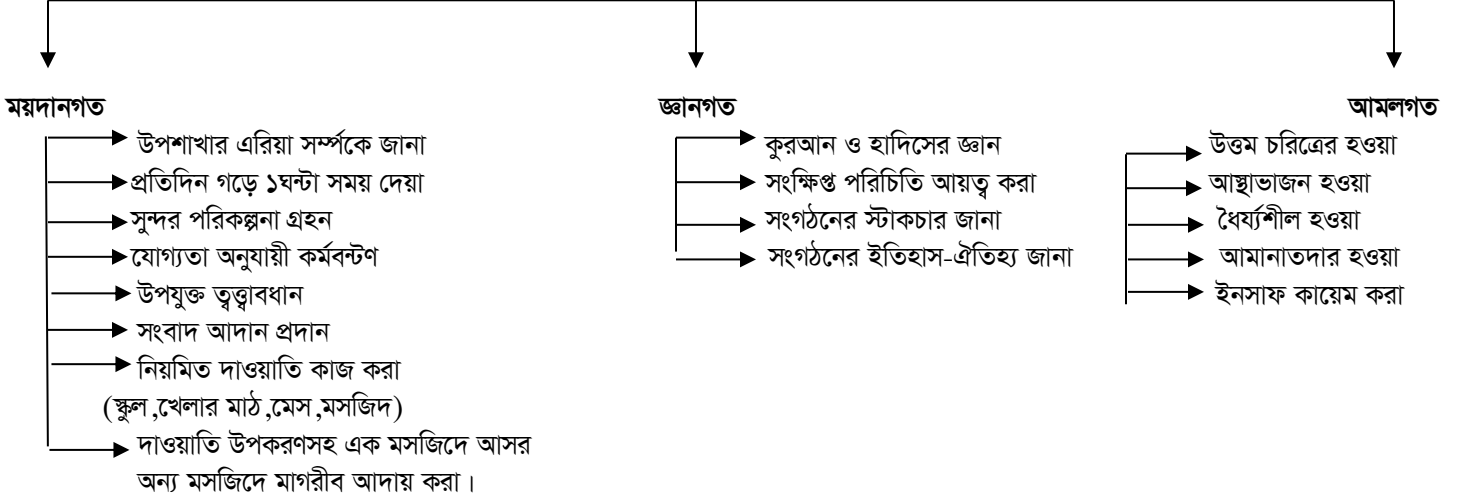
কুরআনের, হাদীস, কোন একটি বই বা তার অংশ বিশেষ সমষ্টিগত পালানক্রমে পাঠ ও আলোচনা করা মানেই সামষ্টিক অধ্যয়ন।

শবেদারী

- উদ্বোধন
- দারসে কুরআন/হাদীস
- বিশ্রাম
- ব্যক্তিগত নফল ইবাদত
- শেষ রাতে একটি আলোচনা
- সমাপনী/মুনাজাত

প্রোগ্রাম সাধারণতঃ এশার নামাযের পর থেকে শুরু হয়। মাঝখানে একটু ঘুমিয়ে আবার শেষ রাতে উঠতে হয়। শবেদারীতে আলোচনার বিভিন্ন বিষয়-খোদাভীতি, আল্লাহর আজাব নাজিলের বিধি, তওবা, দোয়া, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অগ্নিপरीক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কিত হতে হয়। শবেদারীতে সাংগঠনিক বা অন্য কোন প্রোগ্রাম থাকা ঠিক নয়।

উপশাখা দায়িত্বশীলের জন্য আবশ্যিক:



উপশাখা দায়িত্বশীলের (নিজের)মানোন্নয়নের জন্য করণীয়:-

